বাংলাদেশে চোরাই সফটওয়্যারের ব্যবহার কমছে

হিটলার এ. হালিম

পাইরেটেড বা চোরাই সফটওয়্যারের ব্যবহার বাংলাদেশে কমছে। এবার বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বিএসএ গ্লোবাল সফটওয়্যার অ্যালায়েন্সের ২০১৩ সালের জরিপের তথ্যানুসারে চোরাই সফটওয়্যার ব্যবহারের শীর্ষে আছে চীন ও তানজানিয়া। এর আগে ২০১০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। শীর্ষস্থানে ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০১০ সালের পরিচালিত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে ছিল আজারবাইজান ও মলদোভা। এ তিনটি দেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহার হওয়া সফটওয়্যারের মধ্যে ৯২ শতাংশ পাইরেটেড। ব্যক্তিগত পর্যায়ে চোরাই সফটওয়্যার ব্যবহারের শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে এর পরিমাণ ছিল ৯৩ শতকরা। বাংলাদেশের পরেই ছিল জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কা ও ইয়েমেন।

বাংলাদেশে চোরাই সফটওয়্যারের ব্যবহার কমে আসার পেছনে সরকারের সফটওয়্যার কেনা, চোরাই অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করতে না পারা এবং বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের দাম কমে যাওয়াকে কারণ হিসেবে দেখছেন দেশের প্রযুক্তিবিদেরা। তবে এখনও বাংলাদেশে চোরাই সফটওয়্যারের বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি ডলার বলে জানালেন তারা। বিশ্লেষকেরা বাংলাদেশের দ্রুত বিকাশমান প্রযুক্তি বাজারের জন্য অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে দায়ী করেছেন চোরাই বা কপি সফটওয়্যার ব্যবহারকে। অন্যদিকে উচ্চমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে বৈধ সফটওয়্যার।

বিজনেস সফটওয়্যার অ্যালায়েন্সের (বিএসএ) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ সালে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত কমপিউটারে ব্যবহার হওয়া ৯০ শতাংশ সফটওয়্যার ছিল অবৈধ। এর বাজারমূল্য ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার। ২০০৯ সালে ছিল ৯২ শতকরা। এর বাজারমূল্য ছিল ১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার। বর্তমানেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাইরেটেড সফটওয়্যার বেশি ব্যবহার হচ্ছে।

বাজারে মেধাস্বত্ব অধিকারকে সবাই সমর্থন করে। বিপরীতে পাইরেসি রেটও উচ্চমাত্রার। সমীক্ষা মতে, পিসি ব্যবহারকারীদের বেশিরভাগই পাইরেটেড সফটওয়্যারের বদলে লাইসেন্সড সফটওয়্যার ব্যবহারের সপক্ষে রায় দিয়েছেন। লাইসেন্সড সফটওয়্যার ব্যবহার অনেক বেশি নিরাপদ। আবার অনেকের মধ্যে এ বিষয়ে স্বচ্ছ কোনো ধারণাও নেই।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেন, গত সাড়ে চার বছরে সরকার প্রচুর কেনাকাটা করেছে। এর মধ্যে বৈধ সফটওয়্যারও আছে। এছাড়া দেশে এখন কমমূল্যে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার কিনতে পাওয়া যায়। এসবও বৈধ সফটওয়্যার ব্যবহারের হার বাড়িয়েছে। তিনি জানান, তার উদ্ভাবিত বিজয় বাংলা সফটওয়্যার বছরে ৬০ হাজার কপিরও বেশি বিক্রি হয়। দাম কমানোর কারণেই বিক্রি বেড়েছে বলে তিনি মনে করেন। বৈধ সফটওয়্যার ব্যবহারে তিনি সরকারকে জনসচেতনতা কার্যক্রম বাড়ানো এবং করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বাজারে পাবলিক সফটওয়্যারের (বিজয় ছাড়া আর কোনো সফটওয়্যার নেই) অভাব আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাবলিক সফটওয়্যার বাড়াতে হবে। তাহলে ব্যবহারকারীরা মান বিচার করে সফটওয়্যার কিনতে পারবেন।

সর্বশেষ জরিপ প্রতিবেদন সম্পর্কে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিএসএ'র জ্যেষ্ঠ বিপণন পরিচালক রোনাল্ড চ্যান বলেন, এবার অবৈধ সফটওয়্যারের পরিমাণ বেড়েছে। তিনি বলেন, অবৈধ সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রবণতা কমানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রসারে বৈধ সফটওয়্যার ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আর এ অভ্যস্ততা তৈরিতে সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে শিক্ষামূলক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আগ্রহী বিএসএ। রোনাল্ড বলেন, সফটওয়্যার পাইরেসির বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাইরেসি রেট কমে এলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি গতিশীল পথে এগুবে। সৃষ্টি হবে নতুন সব চাকরির সুযোগ। কর আয়ের পরিমাণও বাড়বে। এখানে চোরাই বা পাইরেটেড সফটওয়্যার প্রসঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক মনোভাব। এ জরিপ পরিচালনা করেছে ইপসস পাবলিক অ্যাফেয়ার্স। জরিপে দেখা গেছে, প্রতি দশজনের মধ্যে সাতজন মেধাস্বত্ব অধিকারকে সমর্থন করে। এ বিষয়ে রোনাল্ডের ভাষ্য, এজন্য শুধু সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে লাইসেন্সড সফটওয়্যার ব্যবহার করার উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। পরিকল্পিত কিছু উদ্যোগ নিয়ে এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ অনুসরণ করতে হবে।

পাইরেসির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া মাধ্যমটি হলো একজনের ব্যবহারের জন্য কেনা সফটওয়্যার সিডি একাধিক কমপিউটারে ইনস্টল করা এবং ওই ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫১ শতাংশই এ কাজটিকে অন্যায় মনে করেন না।

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের মতে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইসেন্সড সফটওয়্যার কিনতে গেলে কমপিউটারের দাম অনেক বেড়ে যাবে, যা সাধারণ ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। এটা ব্যবসায় বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, পাইরেটেড সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষিত নয়। লাইসেন্সড সফটওয়্যারে যা সুরক্ষিত।

খোদ মার্কিন মুলুকের লোকজনই যেখানে চোরাই সফটওয়্যার ব্যবহারে শীর্ষে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান গণনার পর্যায়ে পড়ে না বলে মত দিয়েছেন অনেকে। তাদের মতে, এ ধরনের জরিপ করা হয় সফটওয়্যার জায়ান্টদের সফটওয়্যারের বিক্রি বাড়নোর জন্য। ব্যক্তি পর্যায়ে এটা কখনই বন্ধ করা যাবে না। তবে চোরাই সফটওয়্যার ব্যবহার না করতে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে কজ

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com